আশালতা সিকদারের

অর্পিতা

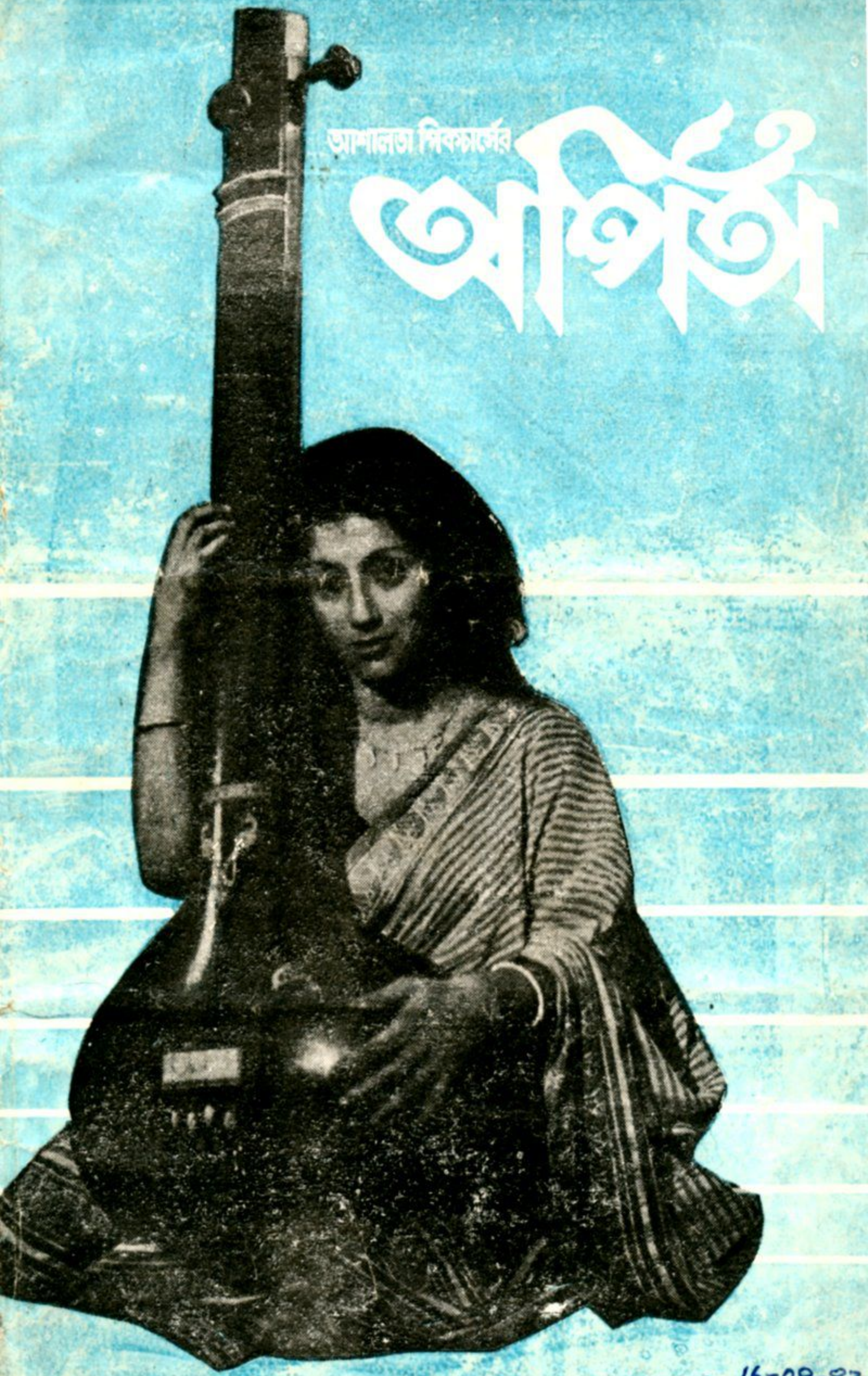

16-09-83

৺ডাক্তার সুধীর কুমার বর্মনের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত—

আশালতা পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

অর্পিতা

প্রযোজনা স্বপন বর্মন। সঙ্গীত পরিচালনায় দিলীপ সরকার।

কাহিনী দিলীপ সরকার। চিত্রনাট্য - বিরু মুখোপাধ্যায়।

চিত্রগ্রহণ—বিজয় ঘোষ। সম্পাদনা- নিমাই রায়।

পরিচালনা—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

গীতরচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, দিলীপ সরকার, লক্ষ্মীকান্ত রায়।

নেপথ্য কণ্ঠে - আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখার্জী, তন্দ্রা দত্ত, অমৃক সিং অরোরা, দিলীপ সরকার।

চিত্র জগতে ব্যাঙ্কের সহযোগিতাকে অভিনন্দন জানাই —

কমল রায়ের তত্ত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটারস্ স্টুডিওতে গৃহীত ও আর. বি. মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে প্রস্ফুটিত।

আলোক সম্পাতে - দুঃখীরাম নস্কর, সতীশ হালদার, অনিল পাল, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, বেনুধর বিশাল, গোবিন্দ হালদার, মধুসূদন গোস্বামী। রসায়নাগারে—দিলীপ রায়, শীতল চ্যাটার্জী, দুলাল সাহা, সন্তোষ মণ্ডল, খগেন মুখার্জী, তাপস বসু। স্থিরচিত্র—এডনা লরেঞ্জ। কেশবিন্যাস -- রীতা দে। সাজসজ্জা সিনে ড্রেস। পরিচয় লিখন - দুলাল সাহা। শব্দগ্রহণ - রঞ্জিত দত্ত। সহকারী—বিনোদ ভৌমিক, সহকারীবৃন্দ, পরিচালনা - তাপস গুহ। চিত্রগ্রহণ - পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলী সম্পাদনা - অচিন্ত্য মুখার্জী, সুভাষ মাইতি। সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেন রায়। শিল্প নির্দেশনা - ৺গোপী সেন, শশাঙ্ক সান্ন্যাল। সাজসজ্জা— কানাই দাস। ব্যবস্থাপনায় - শঙ্কর দাস, অজিত পাণ্ডে, সুশীল, রূপসজ্জা তারাপদ পাইন। সংগঠনে—বীরেন মুখার্জী, নিরঞ্জন মাইতি, রতন চক্রবর্তী। প্রধান সহকারী পরিচালনা—অজিত চক্রবর্তী। সংগীত গ্রহণ—জ্যোতি চ্যাটার্জী। সহকারী—পঞ্চগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার। শব্দ পুনঃযোজনা - দূর্গা মিত্র। রূপসজ্জা—গৌরী দাস। কর্ম্মাধ্যক্ষ সুখেন চক্রবর্তী। শিল্প নির্দেশনা - বুদ্ধদেব ঘোষ।

প্রচার - সিনে মিডিয়া।

উত্তরবঙ্গ পরিবেশনা—পুষ্পিতা ফিল্ম এক্সচেঞ্জ। বিশ্বপরিবেশনা- নারায়ন চিত্রম্। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশান কো-অপারেটিভ সোঃ লিমিটেড-এর তত্ত্বাবধানে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শেটিয়া গ্রুপ কনসার্ণ, কুমার শঙ্কর কুশারী, কমল চ্যাটার্জী, অমলেন্দু রায়চৌধুরী, সন্তোষ দত্ত, সরোজ রায়, গোপাল ঘোষ, সত্যেন চ্যাটার্জী, প্রিয়ব্রত ভরদ্বাজ, বে ভিউহোটেল, সন্তোষ গাঙ্গুলী, অমিত নাগ, জগন্নাথ বোস।

অভিনয়ে—অপর্ণা সেন, দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখার্জী, অনুপ কুমার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী (অতিথি), কালী ব্যানার্জী, বিকাশ রায়, প্রেমাংশু বোস, সন্ধ্যারানী, মঞ্জু দে, তপতী ঘোষ, কাজল গুপ্ত, সুমি, শিবানী ঘটক, বীরেন চ্যাটার্জী, রমেন লাহিড়ী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, রমাপ্রসাদ চ্যাটার্জী, রথীন বসু, কৌশিক ব্যানার্জী, কনিষ্ক সরকার, অচিন্ত্য মজুমদার, বিদ্যুৎ বর্ম, সমীর মুখার্জী, সমীর বসু, শ্যামানন্দ দাসগুপ্ত, নিমাই দত্ত, অনুপ দে, মণ্টু।

গল্পাংশ

তরুণ অধ্যাপক অরুণ রায় বিশ্বাস করে শুধু টাকার অঙ্কে মানুষের বিচার হয় না। তার বিচার তার মনুষ্যত্বে, তার গুণের পরিচয়ে। শ্যামলীর সঙ্গে তার বিয়ে হল মায়ের পছন্দে। শ্যামলীর বাবা অবিনাশবাবু ও তাঁর পরিবারের সকলে টাকার বিচারেই মানুষকে ওজন করে। অরুণের গুণপনা তাদের চোখে পড়েনা আর অরুণের সাহিত্যচর্চ্চায় তাদের ঘোরতর আপত্তি। প্রফেসারি ছেড়ে শ্বশুরের উমেদারীতে অফিসারের চাকরী নিতে অরুণের আপত্তি। শ্যামলী রাগের চোটে অরুণের কলম দেয় ভেঙে। এই লেখার বাতিক অরুণকে শ্যামলীর বাড়ীর ছাঁচে ঢেলে সাজার অন্তরায় - সেই জন্য রাগ শ্যামলীর।

অর্পিতা অরুণের বাল্যবন্ধুর বোন – বেতার শিল্পী। অরুণের কবিতার সে ভক্ত। অরুণের লেখা গানই সে গেয়ে থাকে। এটা জানার পর অর্পিতার সঙ্গে অরুণের সম্পর্ককে সন্দেহ করে শ্যামলী ও তার বাবা-মা। অথচ যদিও অর্পিতার সঙ্গে অরুণের একদিন বিয়ে হতে পারতো তবুও ওদের সম্পর্ক খুবই নির্মল শুধু গান ও কবিতার আনন্দের মধ্যেই সীমিত।

অরুণের লেখা সমস্ত কবিতা শ্যামলীর দোষে উই এ কেটে দেয়। প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা নিয়েও পাণ্ডুলিপি দিতে পারেনা অরুণ। অরুণ অভিযোগ করলে শ্যামলী অরুণকে গরীব বলে অপমান করে। শ্যামলীর ছোটবোনের বিয়েতে ঘটনাচক্রে অরুণ যেতে না পারায় শ্যামলীর বাড়ীর সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অরুণের মাকে অপমান করে শ্যামলী ও তার মা। অরুণের মা বাড়ী ছেড়ে চলে যান। শ্যামলীর মা বাবা শ্যামলীকে নিয়ে বেনারসে চলে যায় – অরুণকে বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকি দিয়ে।

অরুণের অসহায় অবস্থায় বন্ধু কল্যাণ ও অর্পিতা চিন্তিত হয় এবং অর্পিতা ডায়মণ্ডহারবারে অরুণের মার কাছে নিয়ে যায় অরুণকে।

Divorce অবধারিত জেনে অরুণ অর্পিতাকে তার জীবনে আসার আহ্বান জানায়। অর্পিতা অরুণের কাব্যের পূজারী সেই কাব্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য অরুণকে কথাও দেয়।

কিন্তু সে কথা কি রাখতে পেরেছিল অর্পিতা ?

শ্যামলী divorce এর মামলার কাগজে সই করেও কি অরুণের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল ?

কি হল তারপর ?

সংগীত

(১)

হে সাগর যখনই তোমায় দেখি
তোমার অন্ত নাহি পাই
দু'চোখের জল নিয়ে ভাবি
আমিও সাগর হয়ে যাই
দেখো তোমার আমার কত মিল
আকাশের রঙে তুমি নীল
আমিও আমার দুটি নীল চোখে
তোমার ও নীল রঙ মেখে নিতে চাই
হে সাগর কত রত্ন আছে তোমার বুকে
কত মুক্ত ঝলে ছাখো আমার
চোখের ঝিনুকে
এই বুকে জানেনা তো কেউ
ওঠে পড়ে তোমারি সে ঢেউ
তোমার মতই যেন আমার বেদনার
কোনদিনও শেষ সীমা নেই।

শিল্পী – সন্ধ্যা মুখার্জী
কথা - গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

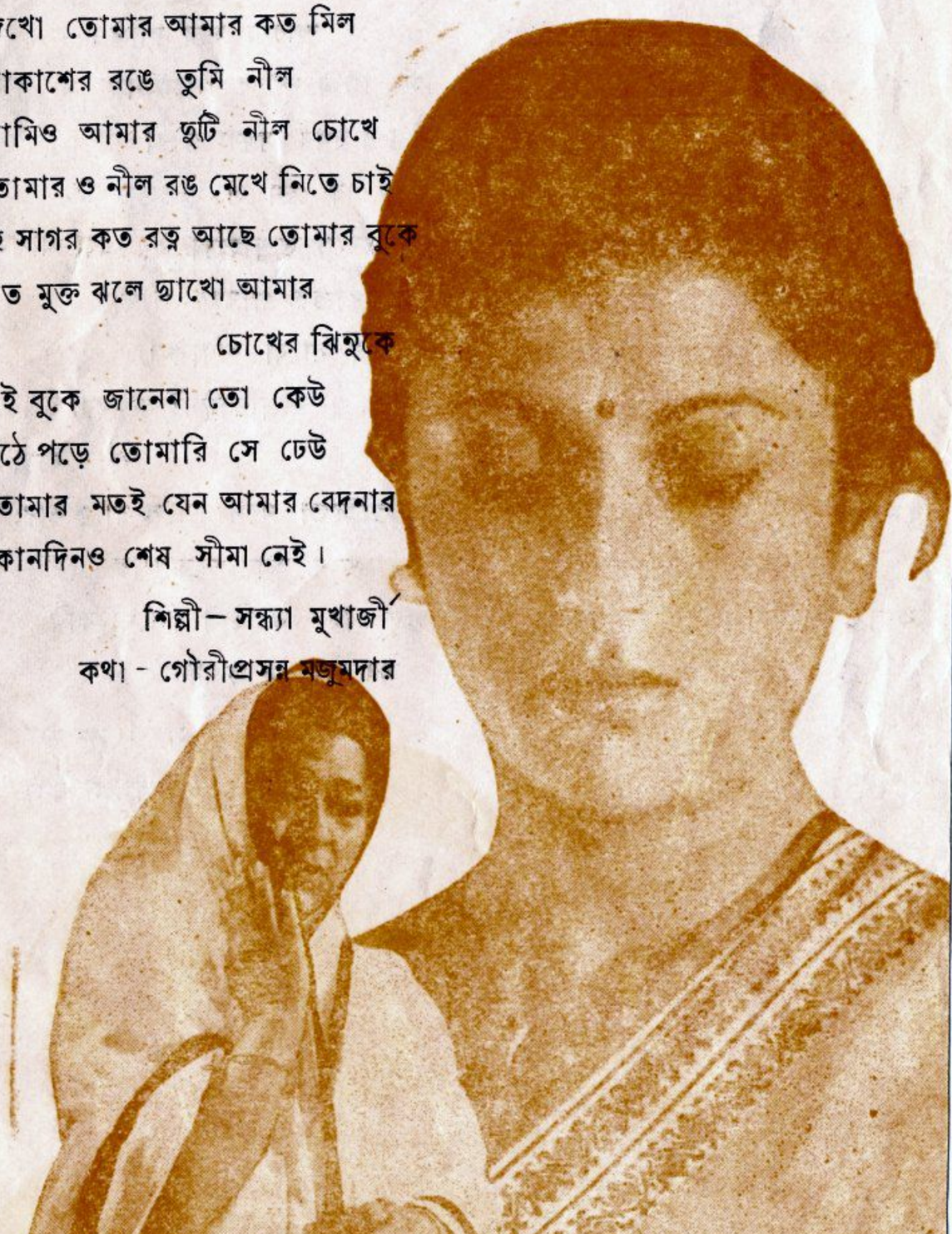

(২)

ও পাখীর মত যদি উড়ে যেতাম !
আকাশ পারে, আরও দূরে,
আরও দূরে যেতাম ॥
কোনও বাধা মানতো না মন
মনে হতো এইতো জীবন ?
জীবনটা ছুটে চলার
কোনখানে থেমে যেতে নেই,
পথে যদি ক্লান্তি আসে
মাঝখানে নেমে যেতে নেই
দু'জনেই কথা দিয়েছি
একই সাথে চলবো দু'জন।
আকাশ তো অনেক দূরে
তুমি আছো আরো কাছে,
আরো কাছে আছে এই মন
হারাই যে তারই মাঝে
মনের তো সীমারেখা নেই
আছে তার শুধু বন্ধন।

নেপথ্য কণ্ঠ - অমৃক সিং অরোরা
ও তন্দ্রা দত্ত

কথা - লক্ষ্মীকান্ত রায়

(৩)

জীবনে মরনে যতদূর আমি থাকি
জেনো শুকতারা হয়ে জেগে
রবে মোর আঁখি
চন্দন ধূপ ঝরা বকুলের,
যখনই পাবে সুবাস,
জেনো আমার প্রেমের নিবেদনে ভেজা
আমারই সে নিশ্বাস।
উর্মিমালার আমার প্রেমের
স্পন্দন যাব রাখি।
সন্ধ্যামনি ফুটবে আঙ্গিনায়
উঠবে যখন সন্ধ্যা তারা
যেন এক তো সে শুকতারাটি
রয়েছে তন্দ্রাহারা
প্রজাপতির পাখায় পাখায়
স্বপ্ন যাবো আঁকি।
জীবন জানি চিরদিনই মরণের
পানে ধায়,
তাইতো মরণ ডাকে বারে বার,
ওরে আয় ওরে আয়
শুধু জীবন কাহিনী লিখো কবি
মরণেরে দিতে ফাঁকি।

শিল্পী - সন্ধ্যা মুখার্জী
কথা দিলীপ সরকার

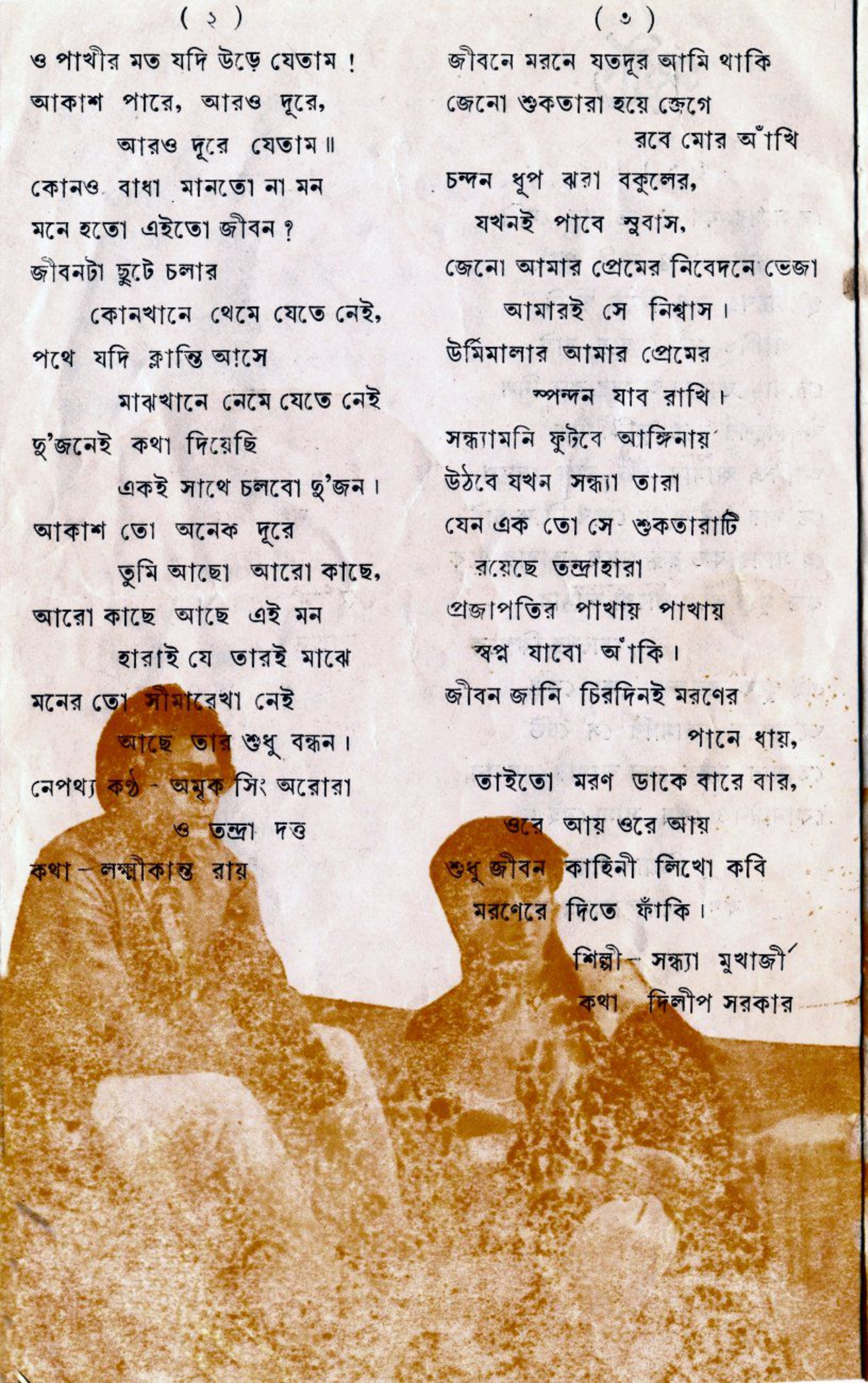

(৪)

আমার এই গানের মালা
পরিয়ে দিলাম প্রেমের পরিণয়ে
মোদের এই মধু মিলন
থামবে জানি শুধুই পরিচয়ে।
তবু সুরে সুরে মিলিয়ে নেবো প্রাণ
রেখে যাবো প্রেম মিতালির দান
আমার গানের মাঝেই তুমি রবে
আমার আপন হয়ে।
তোমার এই মিষ্টি মধুর, দৃষ্টির ছায়ায়
আমার এই সুরের পাখী নীড় যেন গো পায়
মিলবে মিলবো জেনো সেই অজানায়
ঝর্ণার ছন্দ যেথা পাহাড়ে ঘুম পাড়ায়
চাঁদও তরঙ্গও বাঁধা আছে —
তোমার আমার হৃদয়ে।

শিল্পী — আশা ভোঁসলে
কথা দিলীপ সরকার

(৫)

এই দিন চলে যাবে
এই রাত চলে যাবে
শুধু প্রেম জেগে রবে
একটি কবিতা হয়ে
আমীর ফকির হবে
ফকির আমীর হবে
সুর ছুঁয়ে যাবে
একটি যে গান হয়ে
ঐ যে ফুল ফুটে আছে
জানি সে তো সোনা নয়।
তবু ফুল দিয়ে হয় যে পূজা
সোনা দিয়ে নয় —
কাহিনী মুছে যাবে
কথাতে যে শেষ হবে
স্মৃতি শুধু জেগে রবে
একটি যে ছবি হয়ে
ভালবাসা দিয়ে শুধু
বাসা বাঁধা যায় না
তবু প্রেম ছাড়া ঐ প্রসাদও যে
সুখের বাসা হয় না
মুকুট ধুলায় লুটাবে
এই দেহ মাটিতে মিশাবে
কীর্তি রয়ে যাবে
একটি যে তাজ হয়ে।

শিল্পী, কথা — দিলীপ সরকার

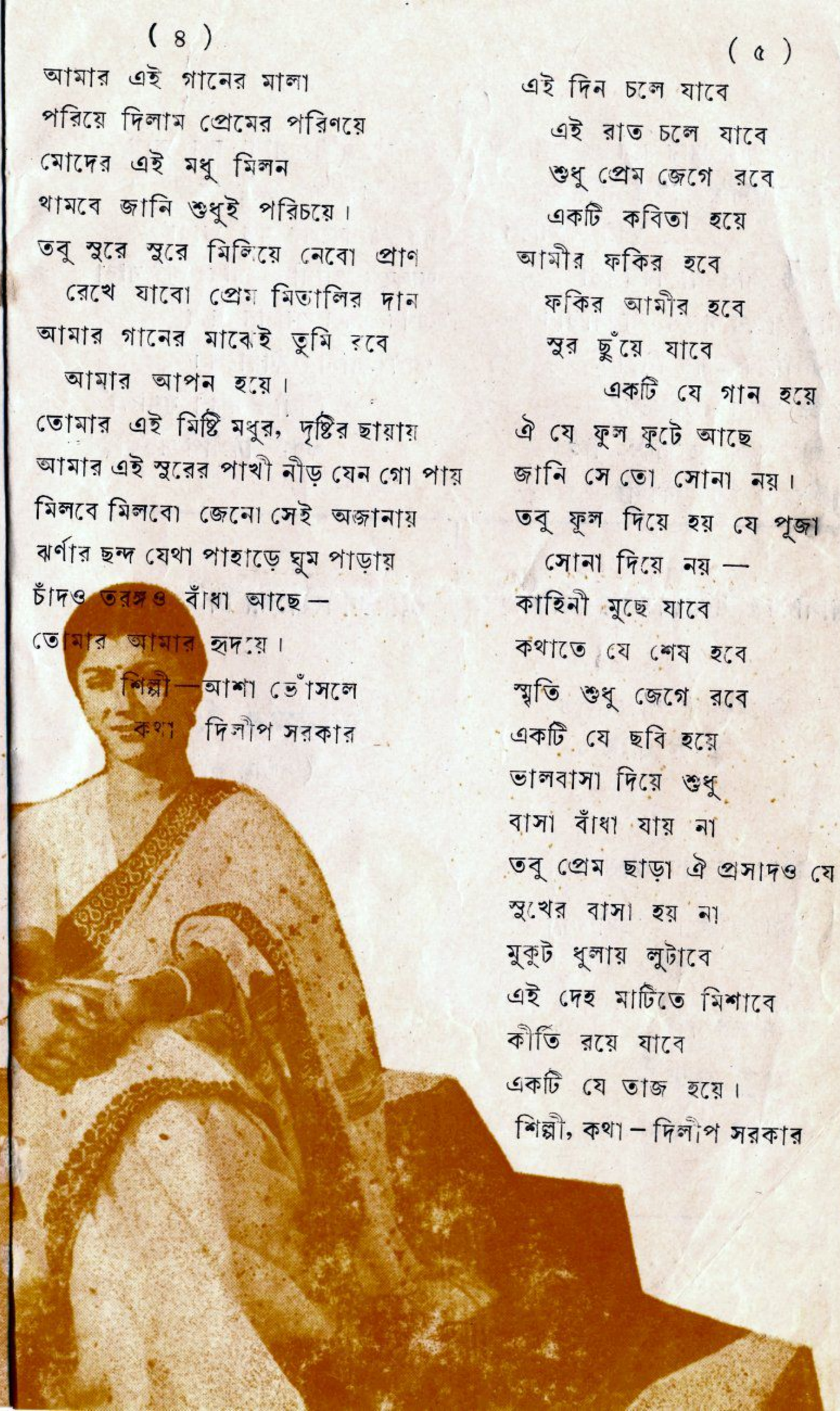

ওগো কে তুমি মোর মনে রঙ লাগালে
চাঁদের আলোয় মেঘের নীলে কে
তুমি বোলালে
তুমি কি মোর প্রাণের মিতা
আমি গানে গানে পরিণীতা।
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিয়ে
সুরের কমল ফোটালে,
ফুলের গন্ধে তোমারে পাই
পাপিয়ার পিউ কাঁহায়
ধরণীর ধূলি সোনা হল তাই
তোমার মধুর ছোঁয়ায়
দূর আকাশের যত তারা
ডাকছে আমায় মোর ছুটি যারা
এখন কেন আপন হয়ে
তুমি আমায় কাঁদালে।

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখার্জী
কথা – দিলীপ সরকার

আমাদের পরিবেশনায় আসছে

উত্তমকুমার পরিচালিত
প্রথম ছবির

আবার সাড়ম্বর শুভমুক্তি আসন্ন

উত্তম সুপ্রিয়া অভিনীত দারুণ
রোমাণ্টিক ছবি

সলিল দত্ত প্রযোজিত

শুধু একটি বছর

সঙ্গীত - রবীন চট্টোপাধ্যায়

নারায়ণ চিত্রমের দ্বিতীয় নিবেদন

ডাক্তার প্রিয়া

(রঙীন ছবি)

চিত্রনাট্য, পরিচালনা - সলিল দত্ত

সঙ্গীত –বাপী লাহিড়ী

অভিনয়ে—অপর্ণা সেন, দীপংকর দে, উৎপল দত্ত, অনুপ কুমার এবং তাপস পাল।